BANGABHARATI - A National Research Journal of Bengali
ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

পূর্বাঞ্চলীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষায় চর্যাপদ

ড . নির্মল বেরা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়, পঃবঃ।

প্রবন্ধসার

'চর্যাপদ' প্রকাশের পর সমগ্র পূর্বভারতীয় সাহিত্যধারার সঙ্গে তার সাজুয্য নিয়ে বিস্তর আলোচনার অন্ত নেই। বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, হিন্দীসহ সামগ্রিকভাবে পূর্বভারতের সকল ভাষা ও সংস্কৃতিক সঙ্গে এর মিল তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। তবে প্রতিক্ষেত্রে দাবীদারদের নিজস্ব কয়েকটি যুক্তি অবশ্য আছে – একথা ঠিক। আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গে উক্ত ভাষিক প্রতিনিধি পণ্ডিতদের যুক্তিনিষ্ঠার পারস্পরিক পর্যালোচনা করতে সচেষ্ট হবো। সকল ক্ষেত্রে সমালোচকদের নিজস্ব মতামতকে পর্যালোচনা করে তুলনাত্মক আলোচনা করা হয়েছে এখানে। সামগ্রিকভাবে তার বিচার করে আমাদের মনে হয়েছে প্রতিক্ষেত্রে যুক্তির সারৎসার মোটেই কম নয়। তবে সূক্ষ্মভাবে চিন্তনের অবশ্য অবকাশ আছে। সবশেষে এর মাধ্যমে বাংলা ও ওড়িয়ার দাবীকে আমাদের বেশি যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। আমাদের বিশ্বাস নব্যভারতীয় ভাষাগুলির স্পষ্ট পৃথকীকরণের প্রাক্কালেই এই রচনা বলেই আজ তাকে কোনো বিশেষ ভাষায় সীমায়িত করা সমস্যাজনক।

ভূমিকা

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ থেকে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' প্রকাশনার মাধ্যমে পন্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের হাত ধরে সমগ্র পূর্বভারতীয় আধুনিক ভাষায় সাহিত্যের সূচনা লগ্নের বিতর্কিত এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। বাংলা সহ কমবেশি ওড়িয়া, মৈথিলি, অসমিয়া, হিন্দী ভাষার পক্ষ থেকে চর্যাপদকে সংশ্লিষ্ট ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন বলে দাবী উঠেছে। প্রতিটি ভাষার পন্ডিতবর্গ আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, স্ব স্ব যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য।

জেকোবি সাহেব চর্যার ভাষা বিষয়ে 'Sanat Kumar Caritan' (১৯২১) গ্রন্থে লিখেছেন Alt Bengalisch কিন্তু হিন্দী প্রেমী বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রথম চর্যার ভাষাতে অবাংলার দাবী উপস্থিত করেন। তিনি History of Bengali Language (১৯২০) গ্রন্থমালায় চর্যার ভাষাকে বললেন,

'Composed in corrupt Sanskrit interpered with some Prakrita Sloke.'

অতঃপর নানা ভাষার দাবীগুলি ক্রমশ শানিত হয়েছে। বর্তমানে শুধু দাবী নয় বরং তাদের দাবীগুলিকে গ্রহণযোগ্যতা দিতে উক্ত সকল ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস ও পাঠ্য তালিকায় চর্যাপদ স্থান পেয়েছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদের দাবীগুলির নানা দিক খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব।

বাংলা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' সহ ডাকার্ণব সরহপদ ও কৃষ্ণচার্যের দোঁহাকেও বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন ধরেছেন। মহম্মদ শাহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিদগণ এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা করেছেন। সুনীতি কুমারই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষার সূক্ষ্ম বিচার করে বাংলা ভাষার

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

দাবীকে জোরদার করেছেন। আমরা কেবলমাত্র অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষাগত মিলটি সংক্ষেপে আলোচিত হল—

(১) সম্বন্ধ পদে –'র',– 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।
যেমন – রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।

(২) 'ইলে' অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার হত অতীত কারকে
যেমন – ভইলে

(৩) 'ইব' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার হত ভবিষ্যৎকালে।

(৪) সর্বনাম হিসাবে আম্হে, তুম্হে ব্যবহার, যা পরবর্তী বাংলা কাব্য ধারায় ভাষাগত বিবর্তনে পাই।

(৫) নাসিক্য ব্রনির লোপ পেয়ে পূর্ববর্তী স্বর অনুনাসিক হয়ে যায় অর্থাৎ নাসিক্যভবন প্রবণতা লক্ষ্যণীয়।

(৬) শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ ঘটেছে।
যেমন – জে জে আইলা তে তে গেলা।
বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রবাদ প্রবচন সৃষ্টি হচ্ছে এই সময়ে।

যেমন – ১. হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।
২. আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী।
৩. বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ।

ওড়িয়া

সর্বাপেক্ষা মজার বিষয় এই যে ওড়িয়া ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ 'চর্যাপদ' গ্রন্থটিকে ওড়িয়া সাহিত্যের নিদর্শন বল স্থির করে ফেলেছেন। সাহিত্যের গতিপথ বিস্তারের প্রবণতার দিক থেকে কিংবা চর্যার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার চাক্ষুষ সাজুজ্য দেখানোর প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বলা ভালো বর্তমানে এটা স্বীকৃত যে চর্যাপদ ওড়িয়ার লোকসাহিত্য (লোকগীত, পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, লোকনাটক প্রভৃতি) ও অভিলেখ সাহিত্য ব্যতীত প্রথম লিখিত সাহিত্য। বাংলা ও অসমিয়া ভাষার শৈশবকালে ওড়িয়া ও মাগধী অপভ্রংশ ভাষার খোলস ত্যাগ করে সমানতালে এগোনোর ফলে চর্যাপদ বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যাগুলির অন্যতম কারণ। সে কথা স্বীকার করেও চর্যাপদকে সংশ্লিষ্ট ভাষার তাত্ত্বিকগণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দাবী পেশ করেন। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য মন্তব্য উদ্ধার করব,

"Through the Assamese, the Bengali and the Oria Pundits all claim Bauddhagan O Doha of the eight and ninth Centuries A.D. as the earliest literature expression in the irrespective languages, Oria as is spoken and written today, in close parallel to the sister languages of Bengali an Assam become articulate in about the forteenth Century."

(Contemporary Indian Literature / Mayadhar Mourinha)

অন্যদিক থেকে বিচার করলে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত বিষয়ও পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাব সমন্বয়ের ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। বিশেষত বৌদ্ধসাধন পদ্ধতি ও তার কমবেশি পার্থক্য থাকলেও মোটাদাগের লৌকিকতা মিশ্রিত ধারণা বাংলা ও ওড়িয়া কিংবা উভয়ের সীমান্ত অঞ্চলে এক থাকা অস্বাভাবিক নয়। Buddhism in Orissa গ্রন্থে ড. নবীন কুমার সাহু লিখেছেন ''This was the parent stock from which modern Oria, Bengali, Maithili and Assaunese developed in later times'' (P-157)।

ওড়িশার তাত্ত্বিকদের মতানুসারে চর্যার কবিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ওড়িশার অধিবাসী ছিলেন। ফলত তাদের ভাষা-সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকার চর্যাপদকে ওড়িয়ার নিদর্শন বলে

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

প্রতিপন্ন করতে সহায়তা করে। সরহপাদ (বলাঙ্গি), ভুসুকপাদ (সম্বলপুর), লুইপাদ (ময়ুরভঞ্জ) প্রমুখ ওড়িশার অধিবাসী বলে দাবী উঠেছে। অবশ্য বিরোধী মত বর্তমান। সর্বোপরি ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ একে সম্পূর্ণ রূপে ওড়িয়া নিদর্শন ধরেছেন। যেমন – ড. বংশীধর মহান্তি 'ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস' আলোচনায় লিখেছেন (অনুবাদ প্রাবন্ধিক),

> ''অতএব বলতে পারি যে ওড়িয়া ভাষার প্রাচীন স্বরূপের প্রথম পরিপ্রকাশ 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'-তে। যার ভাষাতত্ত্ববিদ ও আলোচকগণ ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন দেখে বৌদ্ধগান ও দোঁহাকে ওড়িয়া ভাষার প্রাচীন স্বরূপ বলে মনে করেছেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে এটা বলা বাহুল্য মাত্র।''

ওড়িয়ার দাবী বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা হল।

স্বর ধ্বনিগত পরিবর্তন ঃ—

(১) চর্যাপদে ঐ এবং ঔ ধ্বনিগুলি যথাক্রমে 'অই' ও 'অউ' ব্যবহার ওড়িয়ার মতোই। চর্যার পাওয়া যায়। যেমন – বৈরি, চৌউদিক, ইত্যাদি। ওড়িয়া ভাষাতেও উভয় রূপ ব্যবহার হয়। যেমন – সৌরভ, সউরভ, সৌভাগ্য, সউভাগ্য, গৌরব, গউরব ইত্যাদি।

(২) 'ঋ'-কার কখনো 'অই' কিংবা 'উ'-কার হয়ে যায়। প্রাকৃত ভাষায় কমবেশি এমনটা হত। যেমন চর্যার পাই, —
তৃণ > তিন, শৃগাল > সিয়াল, হৃদয় > হিয়, ওড়িয়া ভাষার মধ্যেও অনুকূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে।
দৃঢ় > দঢ়, ঘৃত > ঘিত, বৃদ্ধ > বুঢ়া

(৩) অ-কার চর্যাপদে অনেক সময় আ-কার রূপে ব্যবহৃত হয়।
যেমন উচ্চ > উঁচা, হরিণ > হরিণা ইত্যাদি।
শব্দান্তে স্বরচিহ্ন প্রবণতা ওড়িয়ার বৈশিষ্ট্য।

(৪) চর্যাতে অনেক সময় 'ই'কার রূপে উচ্চারিত হয়।
মাতিলা > মাতেলা। সেই মতো ওড়িয়াতেও নীল > নেলি, বিল্ব > বেল।

(৫) চর্যাতে 'উ'-কারকে 'ই' কার হতে দেখা গেছে। যেমন – বুসই > বিসই। অনুরূপভাবে ওড়িয়া ভাষাতেও পরবর্তন পাওয়া যায়। যেমন - মানুষ > মণিষ।

ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন

১। চর্যাপদে 'খ' ধ্বনি 'হ' রূপে পাওয়া যায়।
যেমন – সখি > সহি। প্রাচীন ওড়িয়াতেও নখ > নহ, দশ > দহ।

২। চর্যাতে 'হ' লোপের প্রবণতা আছে।
যেমন – তহিঁ > তহিঁ। ওড়িয়াতেও অনুরূপভাবে মহিষ > মইঁষি।

৩। চর্যাপদে অনেকস্থলে ট ধ্বনি 'ঠ' 'ড'তে পরিণত হয়।
যেমন, বিষ্ঠা>বইঠা, প্রবিষ্ট>পইঠ।
ওড়িয়াতেও অনুরূপ প্রবণতা দেখা।
কর্কট > ককড়া, বেটী > বড়ি।

৪। এখনো চর্যাপদে 'ন' ও 'ল'-এর উচ্চারণ ঘটে। যেমন – নেউ > লেউ।
অনুরূপভাবে ওড়িয়া ভাষাতেও পাই, নড়িয়া>লড়িয়া।

৫। চর্যার ভাষায় অনেক কথায় 'ঠ'-এর স্থানে ঢ (ঢ়) হয়। যেমন
খঠ > অঢ়। ওড়িয়াতেও অনুরূপভাবে দেখা যায়, পঠতি > পঢ়ই, পীঠ > পিঢ়া।

সর্বনামপদ ঃ–

চর্যাপদে ব্যবহৃত সর্বনাম পদসমূহ প্রাচীন ওড়িয়ার মতোই। অনেকস্থলে আধুনিক

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

ওড়িয়া ভাষাতেও তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন –

উত্তম পুরুষ ঃ অহ্মে, সই, মোএ, মকুঁ, মোহর, মো, মোর, মেরি।

মধ্যমপুরুষ ঃ তুমহে, তুম, তোহোরে, তোরে, তো, তইঁ, তোএ, তো, তোহর, তোরি, তোহোরি।

অব্যয় পদ ঃ

ওড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত অনেকগুলি অব্যয় পদের ব্যবহার চর্যাপদে পাই। যেমন – 'কি', 'ত', 'আলো', 'বি', 'ম' ইত্যাদি। বলাভাবো এদের মধ্যে 'আলো' -এর ব্যবহার ওড়িয়া ভিন্ন অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্যভাষায় নেই।

সংখ্যাবাচক শব্দ ঃ

চর্যায় ব্যবহৃত কয়েকটি সংখ্যা বাচক শব্দ ওড়িয়া ভাষাতেই ব্যবহার হয়। যেমন তিনি, তিনি এঁ, চৌষঠী, চৌতি প্রভৃতি।

ক্রিয়া পদ ঃ

কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের বিভক্তি সমূহ ক্রিয়ার কাল অনুসারে যেভাবে চর্যার পদগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে উত্তরকালে ওড়িয়ার সঙ্গে বেশ সাজুয্য রক্ষা করে চলেছে। যেমন —

বর্তমান কাল ঃ–

- 'অই' ঃ ভনই, পড়ই, বাহুড়ই, ভাজই, বিহবই, বহরই।
- 'অন্তি' ঃ নাচন্তি, গান্তি, ভ্রমন্তি, বিলসন্তি, হোন্তি।
– 'তি' ঃ ভণতি।
– থি / থ্রি ঃ ভনথ্রি।
– 'সি' ঃ আইসসি, যাসি, সারসি, গিলেমি, বুঝসি।
– 'মি' ঃ মারমি, থিবমি, পিবমি, পেখমি।

অতীতকাল ঃ–

– 'লি'/'লী' ঃ পোহাইলি, মেলিলি,
– 'লু' ঃ আহরিলু

ভবিষ্যৎ কাল ঃ –

– 'ইঅ' ঃ হারিঅ, ধরিঅ, মারিঅ।
– 'ইআ' ঃ করিআ, টলিআ, কহিআ।
– 'ইন' ঃ পরহিণ।
– 'ই' ঃ থোই, জাই।
– 'উণ' ঃ পাতিউণ।
– 'উ' ঃ নোড়িউ, তোড়িউ

গূঢ়ার্থ ঃ

'চর্যাপদ'-এ ব্যবহৃত অনেক চরণই বর্তমান ওড়িয়াতে প্রবাদ প্রবচন হিসাবে ক্রমবর্ধিত হয়েছে। যেমন —

১। দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ। (২নং)
২। রুখের তেন্তুলী কুম্ভীরে খাঅ। (২নং)
৩। আপণা মাঁসে হরিণা বৈরী। (৬নং)
৪। জে জে অইলা তে তে গেলা। (৭নং)
৫। হাথরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ। (৩২নং)
৬। হান্ডীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী। (৩৩নং)
৭। বলদ বিআএল গাভীআ বাঁঝে। (৩৩নং)
৮। দুহিল দুধুকি বেন্টে সামাঅ। (৩৩নং)

অসমিয়া ঃ

বাংলাভাষার জঠর থেকে কমবেশি ত্রয়োদশ শতক নাগাদ অসমিয়া ভাষার পৃথকীকরণ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অসমিয়া ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে তারও বহুপূর্ব থেকেই কামরূপী ভাষার (বাংলার 'উপভাষা') থেকে অসমিয়ার পৃথক লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে শুরু করে। সেই কারণে পূর্ব-ভারতীয় ভাষাসমূহের মতোই 'চর্যাপদ'-এর উপর অসমিয়া ভাষার দাবীও ভাষাগতভাবে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অসমিয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, ড. উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ড. বাণীকান্ত কাকতি, ড. পরীক্ষিত হাজরিকা, ড. বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া, ড. হরিনাথ শর্মাদলৈ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ভাষাগত ও স্থানগত দিক থেকে অসমিয়ার সঙ্গে 'চর্যাপদ'-এর ভাষার মিল খুঁজে পেতে চেয়েছেন। অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

পন্ডিত ড. বাণীকান্ত কাকতি লিখেছেন,

''Certain phonogical and mosphological perticuliaries registered in the

Bauddha dohas have come down in an unbroken continuity through

earlyto modern Assamese.''

(Assamen, Its Formation and Development/Dr. Banikanta Kakti, P-9)

সেই মতো অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য সমালোচকগণ ভাষিক দিক থেকে যেমন বিচার করে থাকেন, তেমনি স্থানিক কিংবা সাংস্কৃতিক দিক থেকেও চর্যাপদ-কে নিজেদের আঞ্চলিক সাহিত্য বলে দাবী করেছেন অসমিয়া পন্ডিত মহল। সমালোচক লেখেন,

''ইহার অন্যতম কারণ হিসাবে বলতে পারা যায় — প্রায় কতক চর্যার রচয়িতা

কামরূপের ছিলেন, কেউ যদি কামরূপের ছিলেন না, তারা তান্ত্রিক বৌদ্ধমত

প্রচারিত কোন সন্নিহত স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। এর ওপর তাদের সকলেই

সংস্কারগত ভাবে এক উদ্দেশ্যমুখিতা - সেই বৌদ্ধ সহজযান পন্থার অন্তর্গত

তত্ত্বকথার ইঙ্গিতপূর্ণ বিকাশ।''

(অসমিয়া সাহিত্যের পূর্ণ ইতিহাস/ড. হরিনাথ শর্মাদলৈ, পৃ - ৩৭)

'চর্যাপদ' অসমিয়া ভাষার প্রাচীন রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে বলে কতকগুলি ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক কারণ নির্দেশ করা হয়ে থাকে। যদিও অনেকেই অসমিয়া ভাষার উৎপত্তিকাল খানিকটা পরবর্তী বলে নির্ধারণ করে থাকেন, কিন্তু অসমিয়া ভাষার সঙ্গে চর্যার নৈকট্য থেকে এ দাবী অসমিয়া সাহিত্যের আলোচকদের বাড়তি যুক্তি জোগান দিয়েছে।

যেমন —

১) চর্যার কয়েকজন কবির আবির্ভাব পূর্বতন কামরূপ অঞ্চলে। যেমন, J.A., B.S., New Series (Vol.XXVI, No.-1)-এর ১৩৩, ১৩৪ পৃষ্ঠাতে সিদ্ধাচার্য মীননাথকে 'Fisherman from Kamrupa' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী এর ভাষাকে পূর্বাঞ্চলীয় বলে লিখেছেন।

''We may call it oriental because it is found in Eastern texts and because there are some Eastern influences, but it is not so if we wish to find in it the base of modern Eastern language.''

(The sibilants in the Buddhist dohas : Idian Linguistics : Vol-V, Pat-I-IV, P-356).

২) ধ্বনিগতঃ

(i) স্বরভক্তিজনিত কারণে অসমিয়া ভাষাতে তৎসম শব্দগুলি অর্ধতৎসম শব্দ রূপ পায়।

যেমন – প্রাণ>পরাণ, যত্ন> যতন ইত্যাদি শব্দগুলি চর্যাপদে সহজলভ্য।

(ii) হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে শ, ষ, স, ণ, ন, জ, য ইত্যাদি ধ্বনির বিশেষ প্রভেদ অসমিয়াতে লক্ষ্য করা যায় না। চর্যাপদেও এমন প্রভেদ তেমন দেখা যায় না।

(iii) অসমিয়া ভাষার দ্বি-আক্ষরিক শব্দে দুটি শব্দাংশেই আ-কার থাকলে প্রথমটির আ-কার হ্রস্বপ্রান্তে হয়ে অ-কার হয়। যেমন চাকা>চকা, পাখা>পখা ইত্যাদি। বলা ভালো

এজাতীয় শব্দ ব্যবহার চর্যাপদে অজস্র প্রয়োগ আছে।

(৩) রূপগত

(i) অসমিয়া ভাষায় ব্যবহৃত প্রভূত শব্দ বিভক্তি 'চর্যাপদ'-এ সহজলভ্য।

যেমন— প্রথমা – 'এ'
দ্বিতীয়া – 'ক'
তৃতীয়া – 'বে'
চতুর্থী – 'অক্' বা 'লৈ'
ষষ্ঠী – 'র'
সপ্তমী – 'ত'

(ii) ক্রিয়াবিভক্তির বেলাতও 'চর্যাপদ'-এর ভাষিক প্রযোগ অসমিয়া ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। যেমন —

অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ ধাতু + 'ই'
অতীত কাল ঃ ধাতু + 'ইলো'
ভবিষ্যৎ কাল ঃ ধাতু + 'ইব'

(iii) স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ 'চর্যাপদ'-এ যেভাবে পাওয়া যায়। অসমিয়াতে তেমনিভাবে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের উপস্থিতি। এক্ষেত্রে 'ঈ' কিংবা 'নী' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে।

(iv) অসমিয়াতে না-বাচক অর্থ বোঝাতে ক্রিয়ার আগে 'ন' বসে। এটি অসমিয়া ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'চর্যাপদ'-এ ণঞর্থক বোঝাতে এমন প্রয়োগ আছে।

(v) অসমিয়া ভাষার সম্ভ্রমার্থক বহুবচন বোঝাতে মুল শব্দের শুরুতে 'সকল' শব্দ যোগ করা হয়। 'চর্যাপদ'-এর বেলায় এমন ব্যবহার আছে। সকল>সঅল রূপটি পাওয়া যায়।

৪) শব্দগত

অসমিয়া শব্দভান্ডারের বহুশব্দ 'চর্যাপদ'-এ পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষণ, সর্বনাম ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতি শব্দ অসমিয়া ভাষায় যা ব্যবহার হয়। চর্যাতেও কমবেশি তাই পাওয়া যায়। আবার বেশ কিছু তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের বেলাতেও একই কথা খাটে। এখানে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হল। যথা — থাহি, ডমরু, বাট, পানী, হাড়ী, গোহালি, কুঠার, তেন্তেলি, মোলান, বপুয়া প্রভৃতি।

আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে আলোচনা সমাপনের কালে একবার দেখার চেষ্টা কর 'চর্যাপদ' গ্রন্থের দাবীদার যে সকল ভাষাসমূহ, তাদের উদ্ভব ইতিহাস প্রসঙ্গ। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষার খোলস ত্যাগ করে মগহী, মৈথিলী, ভোজপুরী, বাংলা, ওড়িয়া ও অসমিয়া ভাষার উদ্ভব। ফলত চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে আমাদের দেখে নেওয়া দরকার মাগধী অপভ্রংশ অবহট্টের মিল কতটা।

১) 'শ' ও 'স'-এর 'হ' – হওয়ার প্রবণতা। যেমন – দিল>দিহ।

২) অবহট্ট ভাষার শব্দবিভক্তি কয়েকটি ক্ষেত্রে চর্যাপদের ভাষার সহজলভ্য হয়েছে।

প্রথমা 'ও' (বোড়ো)
তৃতীয় - 'ই' (সমাহিঅ)
পঞ্চমী - 'হুঁ' (খেপহুঁ), ষষ্ঠী - হ (খনহ)
সপ্তমী - 'হি' (হিঅহি)।

৩) অব্যয় পদের ব্যবহার। যথা – বিনু, নউ প্রভৃতি।

৪) সর্বনাম পদের ব্যবহার। যথা – জো, সো প্রভৃতি।

৫) বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ ঃ অহিস (ণ)।

৬) স্ম>হুঁ। যেমন তস্মিন> তহিঁ।

৭) যুক্ত ব্যঞ্জন□নি বজায় এবং Compensatory Lengthening না হওয়া।

যেমন – মিচ্ছা, পুন্ন, নিচ্চল।

৮) বর্তমানকালে উত্তমপুরুষে – 'মি' বিভক্তি। যেমন-পীবমি।

৯) অতীতকালে – 'ল' প্রত্যয় বসে না। যেমন – থাকিউ।

১০) স্ত্রী লিঙ্গ বাচক ব্যবহারে সাধারণ বিশেষণ পদেও স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রত্যয় ব্যবহার।

যেমন – নিশি অন্ধারী।

১১) ভবিষ্যৎ কালের পদে 'হ' প্রত্যয় যুক্ত। যেমন – হোহসি।

১২) ছন্দ প্রয়োগে অবহট্ট ভাষার অন্তানুপ্রাসযুক্ত মিশ্র পাদামূলক ছন্দ ব্যবহার।

এ সকল দেখে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ট থেকে

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

সকল ভাষার মধ্যেই জননীভাষার উত্তরাধিকার বইছে। ফলত 'চর্যাপদ' গ্রন্থটির ভাষার মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করি। এই উত্তরাধিকার কমবেশি অপত্য ভাষাসমূহের মধ্যে বইতে থাকবে। শব্দভান্ডার, বাক্যগঠন পদ্ধতি, শব্দ নির্মাণের কৌশলসমূহ, ধ্বনিগত বিবর্তনের পথরেখা সকলই কমবেশি মিল থাকতে পারে — এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং বাংলার সহোদরা ভাষাগুলির এ বিষয়ে দাবীও অমূলক নয়। অন্য একটি বিষয় হল চর্যার কবিদের অবস্থান। চর্যার কবিরা যে বাংলা, বিহার, কামরূপ বা উৎকলেরই একমাত্র ছিলেন, এখন জোর দিয়ে বলা ঠিক হবে না। হতে পারে তারা উক্ত সকল স্থানেই কমবেশি ছড়িয়ে ছিলেন। তাই তাদের লেখায় অনেক স্থানের বা জীবনযাত্রার প্রমাণ্য নিদর্শন মিলছে। ভাষাগত আমাদের অভিমত গ্রন্থটি মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ট ও নব্যভারতীয় আর্যভাষায় সমন্বয় কালসীমায় রচিত। সুতরাং সুনির্দিষ্টভাবে চর্যার সকল পদের ভাষার উত্তরাধিকার বাংলাই, অন্য কোন ভাষার সঙ্গে তার সংস্রব নেই—এমনটা বলা ঠিক হবে না। হতে পারে বাংলা ভূখন্ডের পদকর্তার সংখ্যা বেশি। অন্য একটি সম্ভাবনার দিকও ভাবা যেতে পারে, চর্যাপদে বাংলার ছবি আছে যে বাংলা খুব একটা পূর্ববঙ্গীয় নয়। ফলত পশ্চিম সীমান্ত বাংলা কিংবা উত্তরে বৌদ্ধ প্রভাবিত সীমান্ত বঙ্গদেশ হতে পারে। তাই কামরূপ কিংবা ওড়িয়া, বিহারীর প্রভাব তাতে থাকা স্বাভাবিক। এজন্য কবি কিংবা পদ প্রভৃতি উভয় ক্ষেত্রেই বহির্বঙ্গীয় অধিকার গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বর্তমান বাংলাভূমির রাজনৈতিক সীমানা সেকালে আরো বৃহৎ ছিল। সেকথা ইতিহাসকারেরাও স্বীকার করেন।

মৈথিলী ঃ

বাংলার সহোদরা স্থানীয় প্রতিবেশি ভাষাসমূহের মধ্যে চর্যাপদকে তাদের সাহিত্যের নিদর্শন বলে সর্বাধিক জোর দিয়ে দাবী প্রদর্শন করেছেন ড. জয়কান্ত মিশ্র মহাশয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা এই অধ্যাপক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'A History of Maithili Literature Vol-1' তে চর্যাপদকে মৈথিলী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তিনি একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে,

''The most extensive material which can be reffered to as literature is however, found in the Bauddha Gana O Doha variously describe as old Bengali, Old Assamese and old Oria, the 'Gans' have greatest claim to be considered as old Maithili specimens.'' (P : 100-101)

এছাড়াও বাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ, ড. কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, ড. উমেশচন্দ্র মিশ্র, নরেন্দ্রনাথ দাস, ড. সুভদ্রা ঝা, শিবানন্দ ঠাকুর, প্রমুখ হিন্দী ভাষার পন্ডিতবর্গ চর্যাপদের সঙ্গে পূর্বী হিন্দীর অর্থাৎ বিশেষত বিহারের ভাষার সাজুয্য অবলোকন করে 'চর্যাপদ'কে হিন্দীতে রচিত সাহিত্যকর্ম বলে দাবী করেছেন। বলা ভালো সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষাতাত্ত্বিক সকল দিক থেকেই এই দাবীতে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। বিশেষত ১৯৩৫ সালে All India Oriental Conference-এর ৭ম অধিবেশনে হিন্দী শাখার সভাপতির ভাষণে পন্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ 'চর্যাপদ'-কে বিহারী কবিদের অর্থাৎ মগধী কবিদের রচনা বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তিব্বত মেঁ বৌদ্ধ ধর্ম' গ্রন্থেও একই দাবী উপস্থিত করেছেন। আবার 'পুরাতন নিবন্ধাবলী'তে চৌরাশী সিদ্ধা প্রবন্ধেও তাঁর একই দাবী উপস্থিত। বিহার সরকারের সৌজন্যে R.R. Diwakar সম্পাদিত 'Bihar Through the Ages' (১৯৫৯) গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষাকে বিহারের বলে দাবী করা হয়েছে। চর্যার ভাষাকে বলা হয়েছে,

''... a sample of old Maithili.''

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

অপরপক্ষে হিন্দী কবিদের মধ্যে আবার চর্যাপদের পদকর্তাদেরও ধরা হয়েছে কখনো।যেমন রাহুন সাংস্কৃত্যায়ণ 'হিন্দী কাব্য ধারা'তে হিন্দীর প্রাচীন কবিদের কবিতার সংকলন করতে গিয়ে চর্যার কয়েকটি পদকে হিন্দী বলে গ্রহণ করে স্থান দিয়েছেন।

হিন্দী বলয়ে 'চর্যাপদ'কে নিজেদের বলে দাবী করায় পিছনে যে সকল কারণ সম্যকভাবে উপস্থিত করা হয়, তার কয়েকটি এখানে উদ্ধার করা হল।

১) 'চর্যাপদ'-কে বিহারে রচিত গ্রন্থ বলার পিছনে সর্বাধিক যুক্তি হল সিদ্ধাচার্যদের অধিকাংশই বিহারের বাসিন্দা। পন্ডিতগত কবিদের মগধের লোক বলে ধরেছেন। বিহারের বিক্রমশীলা ও নালন্দা বৌদ্ধ মহাবিহারের সঙ্গে সিদ্ধাচার্যদের যোগ ছিল।

(২) দোহার ভাষার সঙ্গে মৌথিলীর 'কীর্তিলতা', 'কীর্তি পতাকা', 'বর্ণরত্নাকর' প্রাচীন গ্রন্থের ভাষার প্রভূত মিল আছে।

(৩) সর্বনাম, ক্রিয়াপদ, বিভক্তি ইত্যাদি কতগুলি ক্ষেত্রে বাংলা, ওড়িয়া ও অসমিয়ার মতো মিল দেখা যায়।

কথাশেষ

পরিশেষে বলা যায় যে চর্যাপদ যে সময়ে লেখা সে সময়ে সম্ভবত নব্যভারতীয় ভাষাগুলির পৃথক সত্তা পাকাপোক্তভাবে তৈরি হয়নি। ফলত তাদের মধ্যে ভাষাগত মিল প্রভূত পরিমাণে সেকালে দেখা যায়। এছাড়াও ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত মিল থাকার কারণে পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা একই প্রকার। চর্যাপদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও মনে রাখা দরকার। সেজন্য আমাদের মনে হয় এ গ্রন্থটির এমন একটি সময়ে লেখা হয়েছিল যাতে পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এতে প্রতিফলিত হয়েছে, যার পৃথকীকরণ আজ আর সম্ভব নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা –

(১) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম), মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫।

(২) মিশ্র, জয়কান্ত : মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্য একাডেমী, দিল্লী, ২০০০

(৩) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম), আনন্দ, কলকাতা, ২০০০।

ওড়িআ –

(১) ত্রিপাঠী, কুঞ্জ বিহারী (সম্পা) : ওড়িআ সাহিত্য সমীক্ষণ, আলোক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, কটক, ১৯৭৯।

(২) মহারণা, সুরেন্দ্রকুমার : ওড়িআ সাহিত্যের ইতিহাস, এ.কে.মিশ্র প্রাঃ লিঃ, কটক, ২০১৮।

অসমিয়া –

(১) নেওগ, মহেশ্বর : অসমিয়া সাহিত্যের রূপরেখা, চন্দ্র প্রকাশ, গুয়াহাটী, ২০০৮।

(২) শর্মাদলৈ, হরিনাথ : অসমিয়া সাহিত্যের পূর্ণ ইতিহাস। পদ্মপ্রিয়া লাইব্রেরী, নলবাড়ী, অসম-২০০০।

ইংরেজী –

(1) Chatterjee, Suniti Kumar : The Origin and Development of the Bengali Language, Rupa & Co., New Delhi, 2000.

(2) Mishra, Joykanta : History of Maithili Literature (Vol-1), Sahitya Academy, Delhi, 1976.